BENGALI(prog)-2nd SEMESTER

ছন্দের গঠন

পয়ার:

*পয়ার কী? পয়ারের বৈশিষ্ট্য গুলি লেখ।

পয়ার নামটির উৎপত্তি নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। অনেকেই মনে করেছেন পাঁচালি শব্দটির সঙ্গে পারের যোগ আছে। পন্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের মতে 'পয়া'শব্দ থেকে পয়ার শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে। তাই পয়ার শব্দের অক্ষর গত অর্থ পাদ অর্থাৎ চরণ।

পয়ার দ্বিপদী ছন্দ। আট ও ছয় মাত্রার দুই পর্বের পয়ার বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ থেকেই প্রচলিত আছে। পরের দিকে পয়ার আট ও দশ মাত্রার দুটির পর্বের রূপকল্পে ও পাওয়া যায়।

- **পায়ারের বৈশিষ্ট্য** :

1. পয়ারে দুটি চরণ থাকে।
2. দুটি চরণের শেষে মিল থাকে।
3. প্রতি চরণে 8+6মাত্রার দুটি পর্ব থাকে।
4. প্রতি চরণের শেষে ভাবের সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আংশিক প্রকাশ ঘটে।
5. 8(আট)মাত্রার পরে বসে হ্রস্বতা এবং 2য় পর্বের শেষে অথাৎ14মাত্রার পরে বসে পূর্ণ যতি ও পূর্ণচ্ছেদ।
6. পয়ার অক্ষরবৃত্ত রীতির সব নিয়ম পয়ার মেনে চলে। এর গতি ধীর। মাত্রা গণনা পদ্ধতি মুক্ত 1,রুদ্ধ অক্ষর শব্দের প্রথমে 1,মাঝে1,শেষে 2,একক রুদ্ধ অক্ষর মাত্রা 2।

সুতরাং বলা যায়, অক্ষরবৃত্ত রীতিতে লেখা 8(আট)+6 মাত্রার দুই পর্বের চরণ যুক্ত, অন্ত্যমিল সমন্বিত দুই চরণের শেষে যেভাবে ভাবের আংশিক ও সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে, তারই নাম পয়ার। যেমন-

এনেছিলে সাথে করে / মৃত্যুহীন প্রাণ = 8+6
মরণে তাহাই তুমি / করে গেলে দান = 8+6

স্বরবৃত্তের পয়ার

আবার যদি / ইচ্ছে কর / আবার আসি / ফিরে =4+4+4+2

দুঃখ সুখের / ঢেউ খেলানো /এই সাগরের / তীরে =4+4+4+2

মাত্রবৃত্তের পয়ার

মন্দির বাহির /কঠিন কপাট

চলইতে শঙ্কিত / পঙ্গিল বাট।

মহাপয়ার :

মহাপয়ারে থাকে দুটি চরণ।আর প্রতি চরণে দুটি পর্ব থাকে। প্রথম পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪(আট)।আর দ্বিতীয় পর্বের মাত্রা সংখ্যা হয় 10।18 মাত্রার চরণ দুটিতে অন্ত্যমিল থাকে। প্রতি চরণের শেষে ভাবের আংশিক বা পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। চরণের শেষে পূর্ণ Pটি পড়ে। যেমন-

সমিল মহাপয়ার:

পূর্ণিমা নিশীথ যবে / দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি =8+10

দূর স্মৃতি কোথা হতে / বাজায় ব্যাকুল করা বাঁশি। =8+10

অমিল মহাপয়ার:

হেগেলের আত্মশ্লাঘা / ভূমিসাৎ কারখানায় চাষে =8+10

মাতিসের আলপনায় / সংকীর্তনে মালার্মে শিষ্যের =8+10

দ্বিপদী

দ্বিপদী ছন্দ আসলে লঘু সমিল পয়ার। এখানে দুটি চরণের মধ্যে অন্ত্যমিল থাকে। তাছাড়া একটি অর্ধযতির দ্বারা দুভাগে ভাগ করলে চারটি খন্ডিত হয়ে দুটি পর্ব সৃষ্টি করে।

মহাভারতের কথা / অমৃত সমান

কাশীরাম দাস কহে / শুনে পুণ্যবান।

প্রথম চরণে ‘কথা’র পর মধ্যযতি বসেছে এবং তার ফলে চরণটি খন্ডিত হয়েছে। এই প্রতিটি ভাগের নাম পদ। প্রথম চরণে ভাগটি হল হল ‘মহাভারতের কথা’(1ম পর্ব) আর অমৃত সমান(2য়পর্ব)।দ্বিতীয় চরণের ভাগটি হল ‘কাশীরাম দাস কহে’(1ম পর্ব) আর শুনে পুণ্যবান(2য় পর্ব)।

দ্বিপদী স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত এই তিন ধরণের ছন্দেই লক্ষ্য করা যায়।

স্বরবৃত্ত :দ্বিপদী

সেই আমাদের / দেশের পদ্ম / তেমনি মধুর / হেসে

ফুটেছে ভাই / অন্য নামে / অন্য সুদূর / দেশে।

মাত্রাবৃত্ত :দ্বিপদী

পূর্ণিমা রাত্রের / জ্যোৎস্না ধারা

সান্ধ্য বসুন্ধরা / তন্দ্রা হারায়।

অক্ষরবৃত্ত :দ্বিপদী

সংসারেতে বড় হওয়া / কঠিন ব্যাপার

সংসারে সে বড় হয় / বড় গুণ যার।

ত্রিপদী

যে ছন্দের চরণ দুটি অর্ধ যতির দ্বারা তিন ভাগ বিভক্ত হয়ে তিনটি পদ সৃষ্টি করে, তাকে বলে ত্রিপদী। ত্রিপদী হয় মিত্রাক্ষর যুক্তস্বরবৃত্তে ,মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্তের ক্ষেত্রে ত্রিপদী লক্ষ করা যায়।

ত্রিপদী দুই প্রকার। লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী।

লঘু ত্রিপদী :

এখানে প্রতি চরণে তিনটি পর্ব বা পদ থাকে। প্রথম দুটি পর্বের অন্ত্যমিল থাকে। দুটি চরণেরও অন্ত্যমিল থাকে। পর্ব ভাগ হয় 6+6+8 বা 8+8+6।যেমন-

শুধু বিয়ে দুই ছিল মোর ভুঁই 6+6

বাকি সব গেছে ঋণে। 8

বাবু কহিলেন বুঝেছো উপেন 6+6

এ জমি লইব কিনে 8

দীর্ঘ ত্রিপদী

লঘু ত্রিপদী মতোই এখানে প্রতি চরণে তিনটি পর্ব বা পাদ থাকে তবে পর্ব ভাগ হয় ৪+৪+10 মাত্রায়। যেমন-

যশোর নগর ধাম প্রথম আদিত্য নাম 8+8

মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ। 10

* চৌপদী *

যেখানে ছন্দোবদ্ধ চরণটি তিনটি মধ্যযতির দ্বারা চার ভাগে খন্ডিত হয়ে চারটি পদ সৃষ্টি করে,তাকে বলে চৌপদী। চৌপদী দু'প্রকার। লঘু চৌপদী ও দীর্ঘ চৌপদী।

লঘু চৌপদী

চিরসুখী জন /ভ্রমে কি কখন / ব্যথিত বেদন / বুঝিতে পারে। 6+6+6+6

কি যাতনা বিষে / বুঝিবে সে কিসে / কভু আশী বিষে। 6+6+6

দংশেনি যারে।

দীর্ঘ চৌপদী

জল পড়ে ঝরঝর / শীতে তনু থর থর 8+8

ভাঙ্গা গলা কোকিলা / সঙ্গীত তরল। 8+6

শুনে শ্যাম নাহি এল / কঙ্কর খসিয়া গেল, 8+8

ছল ছল আঁখি রাধা / চাহে ধরাতল। 8+6

স্বরবৃত্তে লঘু চৌপদী

খোকা মাকে / শুধায় ডেকে 4+**4**

এলেম আমি / কোথা থেকে 4+4

কোনখেনে তুই / কুড়িয়ে পেলি 4+4

আমারে। 4+4

স্বরবৃত্তে দীর্ঘ চৌপদী

সবুজ নেশায় / ভোর করেছিস /ধরা 4+4+2

ঝড়ের মেঘে / তোর ই তড়িৎ / ভরা। 4+4+2

মাত্রাবৃত্তে লঘু চৌপদী

শূন্যে কোথায় / যাই 6+2

বকুল গন্ধ / নাই 6+2

ব্যাকুল হৃদয় / তাই 6+2

উদাস হয়েছে। 6

মাত্রাবৃত্ত দীর্ঘ চৌপদী

সুদূর গগনে / কাহারে সে চায় 6+6

ঘাট ছেড়ে ঘট / কোথা ভেসে যায় 6+6

নব মালতীর / কচি দলগুলি 6+6

আনমনে কাটে / দশনে 6+3

অক্ষরবৃত্তে লঘু চৌপদী

আর ঘুমাইও না / দেখ চক্ষু মেলি 6+6

দেখ দেখ চেয়ে / অবনী মন্ডলী 6+6

কিবা সুসজ্জিত / কিবা কুতূহলী 6+6

বিবিধ মানব / জাতিরে লয়ে 6+6

অক্ষর দীর্ঘ চৌপদী

অম্বরে অরুণোদয়

জল দুলে দুলে বয়।

তমসা তটিনী রাণী

কুলু কুলু স্বরে।

সনেট

- সনেট কী? সনেটের বৈশিষ্ট্য গুলি লেখ। (10)

অক্ষরবৃত্ত রীতিতে রচিত 14বা18 মাত্রার পংক্তিতে সমন্বিত, যেখানে থাকে অন্ত্যমিল এবং যেখানে মোট 14 চরণে অষ্টক ও ষটক বিভাজনের মাধ্যমে একটি ভাবের প্রকাশ ও বিশ্লেষণ থাকে তাকে বলে সনেট ।

বৈশিষ্ট্য

1. সনেটের চরণ সংখ্যা নির্দিষ্ট। 14টি চরণে তা সম্পূর্ণ হয়। অক্ষরবৃত্ত রীতির পয়ার বা মহাপয়ারের ওপর সনেট প্রতিষ্ঠিত। পয়ারে প্রতিষ্ঠিত সনেটের প্রতি চরণে থাকে 14 মাত্রা এবং মহাপয়ারে প্রতিষ্ঠিত সনেটের মাত্রা সংখ্যা 18 হয়ে থাকে।
2. সনেটের 14টি চরণ 2টি স্তবকে বিভক্ত। প্রথম চরণ 8টি চরণ নিয়ে গঠিত, একে বলে অষ্টক। এবং দ্বিতীয় চরণ যা 6টি চরণ নিয়ে গঠিত, তাকে বলে ষটক। অষ্টকে যে ভাবটি প্রকাশিত হয় ষটকে সেই ভাবটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ থাকে।
3. প্রধানত তিনটি রীতি অনুসরণ করে অষ্টক ও ষটকের মিত্রাক্ষর রচিত হয়। যথা-

   (ক) পেত্রার্কীয় রীতি : অষ্টক – ABBA, ABBA

   ষটক- CDCD CD অথবা CDE CDE

   (খ)শেক্সপীয়রীয় রীতি : অষ্টক – ABAB, CDCD,

   ষটক - EF EF GG

   (গ)ফরাসী সনেট :অষ্টক - ABBA, ABBA

   ষটক – CC DE DE অথবা CC DE ED
4. সনেটের ভাষাকে হতে হয় স্পষ্ট, সহজ, বোধগম্য ও রুচিশীল।পরিমিত কথায় এখানে গভীর ভাব প্রকাশ করতে হয় বলে ভাষার প্রকাশ ক্ষমতার ওপর জোর পড়ে বেশি।ভাষাকে বক্তব্য প্রকাশের উপযোগী করে তোলা সনেটকারের লক্ষ্য ।এজন্যই সনেটকার পরিশীলিত ভাষা চর্চা করেন।
5. সনেটের গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য প্রেমকেই সাধারণত সনেটের বিষয় করা হয়। মিল্টন অবশ্য প্রেম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ওপর ও সনেট রচনা করেছিলেন।

   বাংলা সাহিত্যে সনেট রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন মাইকেল মধুসূদন ।তিনিই প্রথম বাংলা কাব্যে সনেট রচনা করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল প্রমুখ কবিরা সনেট রচনায় চরম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

   শেক্সপীয়রীয় রীতির সনেটের একটি উদাহরণ

   কেন গো এমন স্বরে। বাজে তবে বাঁশী A

মধুর সুন্দর রূপে । কেঁদে উঠে হিয়া B
রাঙা অধরের কোণে । হরে মধু হাসি A
পুলকে যৌবন কেন । উঠে বিকশিয়া। B
কেন তনু-বাহু ডোরে । ধরা দিতে চায়, C
ধায় প্রাণ দুটি কালো । আঁখির উদ্দেশ্যে, D
হায় যদি এত লজ্জা। কথায় কথায় C
হায় যদি এত শান্তি । নিমিষে নিমিষে D

কেন কাছে ডাক যদি । মাঝে অন্তরাল, E
কেন রে কাঁদায় প্রাণ ।সবি যদি ছায়া F
আজ হাতে তুলে নিয়ে । ফেলে দিবে কাল E
এরি তরে এত তৃষ্ণা, । এ কাহার মায়া F
মানব হৃদয় দিয়ে । এত অবহেলা G
খেলা যদি,কেন হেন । মর্মভেদী খেলা। G

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অমিত্রাক্ষর

1. অমিত্রাক্ষর ছন্দ কী? এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা কর।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্য ও নাট্যসাহিত্যে প্রথম অমিত্রাক্ষরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ কবি মিল্টনের। । এর অনুসরণে কবি মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে এই ছন্দের প্রবর্তন করেন। প্রাচীন পয়ার ছন্দে চরণ হয় 14মাত্রার।আট মাত্রার পরে বসে অর্ধ যতি, আর বাকি ছয় মাত্রার পরে বসে পূর্ণযতি। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর অমিল অর্থাৎ অন্ত্যানুপ্রাসহীন। তবে প্রবহমান গতি অমিত্রাক্ষরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও

1. এই ছন্দে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ই মিল থাকে না। যেমন-

সম্মুখ সমরে পড়ি, । বীর চূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে । গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবী, । -সেনাপতি পদে

পাঠাইলা রণে পুনঃ । রক্ষ কলনিধি
রাঘবারি?

2. অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাবটি আট বা চৌদ্দমাত্রার সীমা অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করে চরণের পর চরণে খুশিমতো প্রবাহিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একই বলেছেন লাইন ডিঙানো চাল। অমিত্রাক্ষরের ভঙ্গি পদ্যর মতো। কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে। যেমন-

অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে,
“ছিল আশা,মেঘনাদ,মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে, -
সঁপি রাজ্যভার ,পুত্র, তোমায় করিব
মহাযাত্রা ।কিন্তু বিধি- বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!

(মেঘনাদবধ কাব্য)

অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণে মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে খোলা হাওয়ার বাতায়ন খুলে দিয়েছেন তাই নয় বাংলা কাব্যের সীমানাকে অনেক দূর প্রসারিত করে দিয়েছেন।

.....×.....× .....